দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP 14 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

২০

সুষ্ঠু তদারকির অভাব

খানসামায় প্রাথমিক শিক্ষা বিপর্যস্ত

আমিনুল হক, খানসামা থেকে ফিরে ঃ সুষ্ঠু তদারকির অভাবসহ সচেতনতার অভাবে খানসামা থানায় প্রাথমিক শিক্ষা এগুতে পারছে না। এছাড়া জরাজীর্ণ ভবন ও শিক্ষার পরিবেশের অভাবও আর একটি কারণ। বছরের শুরুতে বিদ্যালয়ে যাওয়ার যে আগ্রহ শিশুদের দেখা যায়, পরবর্তীতে তা আর থাকে না।

নীলফামারী জেলা সদরের সন্নিকটে দিনাজপুর জেলার একটি প্রত্যন্ত থানা হচ্ছে খানসামা। জেলা সদর থেকে এর দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার কিন্তু নদীর কারণে ঘুরে যেতে হয় প্রায় ৭০ কিলোমিটার। ফলে খুব কম সময়েই জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা যায় তদারকিতে এই থানায়।

এ বছরের জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী খানসামা থানায় ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুর সংখ্যা ২৪ হাজার ১শ' ৯৩ জন, এর মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ২১ হাজার ৯শ' ৭২ জন। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে যাওয়ার সংখ্যা হচ্ছে ৯১ ভাগ। কিন্তু বর্তমানে এই অবস্থা নেই। বিদ্যালয়ে যাওয়ার সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। এর কারণ হচ্ছে বছরের শুরুতে যখন জরিপ কাজ চলে সে সময় এ কাজে নিয়োজিত জরিপকারক অর্থাৎ শিক্ষকদের বাড়ি বাড়ি যেতে হয়। সে সময় তারাও শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং ইচ্ছা না থাকলেও অনেকে বিদ্যালয়ে সন্তানের নামটি লিখে রাখেন। ২/১টি ক্ষেত্রে এমনও ঘটে যে, শিশুর নাম-ঠিকানা নিয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি দেখিয়ে জরিপের আওতায় আনা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে আর সেই ফলোআপ থাকে না। ফলে শুরুতে বিদ্যালয়ে যাওয়ার যে হার থাকে, পরে আর তা থাকে না। যেমনটি এখন খানসামা থানাতে নেই।

বছরের ৬ মাসেরও বেশি সময় চলে গেছে। খোঁজ-খবর নিয়ে দেখা গেছে যে, শুরুতে বিদ্যালয়ে যাওয়ার যে হার ছিল বর্তমানে তার থেকে ৩৫ ভাগেরও বেশি কমে গেছে। এখন এই থানার মাত্র ৪৫ থেকে ৫০ ভাগ শিশু বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। বেসরকারি একটি সংস্থার কাছ থেকে এই হিসেব পাওয়া গেছে। এর অন্যতম কারণ তদারকি ব্যবস্থার দুর্বলতা ছাড়াও রয়েছে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি নিয়ে কেলেংকারিসহ অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব। অনেক দুস্থ পরিবার মাস শেষে খাদ্যশস্য পাবে এই আশায় সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে সবাইকে যেসব খাদ্যশস্য যেমন দেয়া সম্ভব হয়নি, তেমনি অনেক এলাকায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগও হয়েছে। এতে অনেক অভিভাবক এখন তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এরপরও আরও একটি কারণ হচ্ছে, কৃষি-নির্ভর এই থানায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জনের একমাত্র পথ হলো কৃষিকাজ। এখানে অন্য কোথাও শ্রম দিয়ে আয় করার উপায় নেই। আর এবারে কৃষি মজুরের চাহিদাও ছিল অন্য ক'বারের তুলনায় একটু বেশি। ফলে অভাবী সংসারে আয় বাড়াতে অনেক দুস্থ পরিবারের সন্তানরা বিদ্যালয় যাওয়া ছেড়ে দিয়ে কৃষিকাজে মজুর দেয়।

এই থানায় সহকারী শিক্ষা অফিসার ২ জন। থানা শিক্ষা অফিসার না থাকায় এদের একজন শিক্ষা অফিসারের দায়িত্বে রয়েছেন। এছাড়া আগেই সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের একটি পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে। সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১শ' ৪১টি। একেকজন সহকারী শিক্ষা অফিসারের ভাগে রয়েছে ৭০টি করে বিদ্যালয়। অথচ নিয়মানুযায়ী একজনের তদারকিতে থাকার কথা সর্বোচ্চ ৩৫টি বিদ্যালয়। কাজেই একজন সহকারী শিক্ষা অফিসারের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে তদারকির কাজ করা সম্ভব হয় না। এই থানায় সহকারী শিক্ষা অফিসারের পদ ছিল ৩টি, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে '৭৬ সালে একটি পদ তুলে দেয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষক স্বল্পতাও রয়েছে। প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষকের পদ রয়েছে ৫শ' ৩৬টি, কিন্তু এসব পদে শিক্ষক আছেন ৫শ' ১০ জন। এরপরও আছে বিদ্যালয় গৃহের সংকট। বেশ কিছু বিদ্যালয় আছে যেখানে এই বর্ষা মৌসুম ক্লাস চালানো কষ্টকর, মেঘ দেখলেই ছুটি দিয়েদিতে হয়, কারণ ঘরের ভেতর পানি পড়ে। এ ধরনের দুটি বিদ্যালয় হচ্ছে কুমড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় (২) ও উত্তর পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়।